দৈনিক ইনকিলাব

AUG 05 2002

তারিখ ... পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৬

একটি বড় রাজনৈতিক দলের দুই নেতা ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন এক বামপন্থী শীর্ষনেতা ও একটি দূতাবাসের দু'জন কর্মকর্তা

শামসুন্নাহার হলের ঘটনা আকস্মিক নয় ব্যাপক পরিকল্পনার ফসল ❑ পরিকল্পনা হয় গুলশানের একটি রেস্টুরেন্টে বসে

স্টাফ রিপোর্টার ঃ শামসুন্নাহার হলের ঘটনা শুধুমাত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আভ্যন্তরীণ কোন্দল ও একপক্ষের বাড়াবাড়ির কারণেই ঘটেনি। বরং এর পিছনে সুনিপুণ হাতে কলকাঠি নেড়েছে একটি রাজনৈতিক চক্র ও তাদের বন্ধুপ্রতিম দেশের স্থানীয় দূতাবাসের কয়েকজন আন্ডারকভার গোয়েন্দা কর্মকর্তা। সংখ্যালঘু ও সন্ত্রাস ইস্যু এবং তৃতীয় শক্তির পথ সুগম করতে ব্যর্থ হয়ে তারা ভিন্ন আঙ্গিকে সরকারকে বিব্রতকর অবস্থায় ফেলার উদ্দেশে ব্যাপক পরিকল্পনা নিয়ে মাঠে নামে। এ লক্ষ্যে শামসুন্নাহার হলের ঘটনা ঘটার বেশ ক'দিন পূর্ব থেকেই চলতে তাকে প্রস্তুতি। বন্ধুপ্রতিম দেশ থেকে বিপুল অংকের অর্থ ও পরামর্শ পেয়ে ঠাণ্ডা মাথায় এগিয়ে যায় চিহ্নিত রাজনৈতিক মহলটি। অবশ্য মূল প্ল্যানিং ও বাস্তবায়নের দায়িত্ব দেয়া হয় বাম ঘরানার একজন নেতাকে। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট সূত্র থেকে পাওয়া গেছে চাঞ্চল্যকর সব তথ্য। নেপথ্যের ঘটনাবলী উল্লেখ করতে গিয়ে সূত্র জানিয়েছে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনা অকস্মাৎ ঘটেনি। সুনিপুণ পরিকল্পনার মাধ্যমে ব্যাপক প্রস্তুতি নিয়েই তা ঘটানো হয়েছে।

সরকারী প্রশাসনের স্যাবোটিয়াররাও এই পরিকল্পনায় দক্ষতার সাথে পরিস্থিতি উত্তপ্ত করতে সক্ষম হয়। সরকার যখন পাকিস্তানী প্রেসিডেন্ট পারভেজ মোশাররফ-এর ঢাকা সফর ও বন্যা পরিস্থিতি সামাল দিতে ব্যস্ত ঠিক সময়টিকেই এরা বেছে নেয় মোক্ষম সময় হিসেবে। সূত্র জানায়, গত জুলাই মাসের মাঝামাঝি সরকারবিরোধী ঘটনা ঘটানোর লক্ষ্যে মিটিং বসে গুলশানের একটি অভিজাত রেষ্টুরেন্টে। তাতে একটি বড় রাজনৈতিক দলের দু'জন প্রথম সারির নেতা, বামঘেঁষা একটি দলের একজন শীর্ষ নেতা ছাড়াও 'বন্ধুপ্রতিম দেশের' দু'জন 'বিশেষ কর্মকর্তা' যোগদান করেন। যেহেতু বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর মাঝে 'বন্ধুপ্রতিম দেশটির' অধিকসংখ্যক 'গুণমুগ্ধ' রয়েছেন ও আবেগপ্রবণ ছাত্রদের ব্যবহার করা সহজ সেজন্য বিশ্ববিদ্যালয়কে বেছে নেয়া হয় টার্গেট হিসেবে। একইসাথে পাকিস্তানী প্রেসিডেন্টের ঢাকা আগমনের সময়কে নাজুক হিসেবে চিহ্নিত করে সে অনুযায়ী আঘাত হানার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সূত্রমতে, বামপন্থী শীর্ষ নেতাকে দেয়া হয় পরিকল্পনা প্রণয়ন, সমন্বয় সাধন ও বাস্তবায়নের মূল দায়িত্ব। অপর বৃহৎ রাজনৈতিক দলের একজন নেতা পান অপর একটি বাম গ্রুপের সাথে যোগাযোগ ও সমন্বয়ের দায়িত্ব। অন্যজন দায়িত্ব নেন সংবাদ মাধ্যম, সুশীল সমাজ ও প্রশাসনের সাথে লিয়াজোঁ প্রতিষ্ঠার। এর পাশাপাশি খুবই সংগোপনে সরকারের অভ্যন্তরে ঘাপটি মেরে থাকা গ্রুপটিকেও সক্রিয় করা হয়। এই গ্রুপের অন্যতম একজন, যিনি পূর্বে বাম রাজনীতির সাথে জড়িত ছিলেন ও বর্তমানে একটি সাপ্তাহিক পত্রিয়ার সাথে সম্পৃক্ত, তিনি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। সূত্রমতে, সমগ্র পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য বরাদ্দ দেয়া হয় কয়েক কোটি টাকা। তাদের লক্ষ্য ছিল এবং এ ব্যাপারে নির্দেশও ছিল 'আগুন জ্বালিয়ে' দেয়ার। এমনকি ছাত্র-ছাত্রীদের মিছিলে অজ্ঞাত সন্ত্রাসীদের দ্বারা হামলা করিয়ে লাশ ফেলে

৭-এর পৃঃ ৪-এর কঃ দেখুন

শামসুন্নাহার হল

প্রথম পৃষ্ঠার পর

দেবার মত পরিকল্পনাও হাতে নেয়া হয়। এক্ষেত্রে ঘটনাক্রম লক্ষ্য করলে দেখা যায়, যেভাবে একটির পর একটি ঘটনা এগিয়েছে, যেভাবে চিহ্নিত বুদ্ধিজীবীরা আন্দোলনের সমর্থনে এগিয়ে এসেছেন তার সবই সেই চিরচেনা বামঘেঁষা ধরনের। একইসাথে প্রচার-প্রচারণা, সংগঠন গড়ে তুলে এগিয়ে যাওয়াও চলতে থাকে বিপুল উদ্যমে। তবে হাজারো প্রতিকূলতা সত্ত্বেও সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোর বেশক'টি বাস্তবানুগ পদক্ষেপে একদিকে যেমন লাশের রাজনীতি সক্রিয় হয়ে উঠতে পারেনি, তেমনি প্রভোস্ট সুলতানা শফিকে ঘিরে স্যাবোটাজের চক্রান্তও ব্যর্থ হয়ে গেছে। সর্বশেষ প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী সরকার শামসুন্নাহার হলের ঘটনার নেপথ্য ইন্ধনদাতাদের ব্যাপারে ব্যাপক তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছেন, যার প্রেক্ষিতে হয়তো অচিরেই কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।